দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

চরফ্যাশন (ভোলা): এখন নিয়মিত ক্লাস করছে শিশু শ্রম থেকে ফেরা সুমন (মাঝের সারিতে সামনে দাঁড়ানো) -ইত্তেফাক

স্কুল ফিডিং-এর সুফল

কাঠমিস্ত্রি'র কাজ ছেড়ে স্কুলে ফিরল সুমন

■ মিজানুর রহমান নয়ন, চরফ্যাশন (ভোলা) সংবাদদাতা

মাদ্রাসায় পড়ত ছেলেটি। নিয়মিত সেখানে যাচ্ছিলও সে। কিন্তু দুপুরে ক্ষুধার জ্বালায় খুব কষ্ট পেত ছেলেটি। মাদ্রাসায় খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় বাবার কাছে টিফিনের জন্য বায়না ধরে সে। কিন্তু দরিদ্র বাবা আদরের ছেলের আবদার পূরণ করতে পারেননি। হতাশ হয়ে শিশুটি লেখাপড়া বাদ দিয়ে শিশু শ্রমে জড়িয়ে পড়ে, একটা ফার্নিচারের দোকানে কাজ শিখতে শুরু করে। তবে বেশিদিন শিক্ষালয় থেকে দূরে থাকতে হয়নি তাকে। সরকারি স্কুলে 'স্কুল ফিডিং' ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ৮ মাস পর সে আবার শিক্ষালয়ে ফিরেছে।

বলছিলাম চরমাদ্রাজ এলাকার বাবুল মিঝির ছেলে সুমনের (১২) কথা। হাজী ওয়াহেদ আলী মালতিয়া দাখিল মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল সুমন। বাবার কাছে সুমনের আবদার ছিল প্রতিদিন মাদ্রাসায় যাওয়ার সময় তাকে টিফিনের খরচ দিতে হবে। সুমনের দরিদ্র বাবা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে আঁখির লেখাপড়ার খরচ যোগান দিয়ে ছেলে সুমনের টিফিনের আবদার পূরণ করতে পারেননি। এক পর্যায়ে পড়াশুনা বাদ দিয়ে সুমন কেরামতগঞ্জ বাজারের একটি ফার্নিচারের দোকানে শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে। ফার্নিচার দোকান মালিক সুমন মিয়া জানান, গত বছরের আগষ্ট মাসে তিন বেলা খাওয়ানোর চুক্তিতে সুমনকে কাজে নিয়োগ দেন তিনি। সুমনের চাচা কামাল মিঝি বলেন, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আমার ভাই ছেলের স্কুল টিফিনের খরচ দিতে না পারায় সুমন গত বছরের জানুয়ারি মাসে মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ করে। ৬/৭ মাস বেকার থাকার পর আমার সহযোগিতায় ফার্নিচারের দোকানে হেলপার হিসেবে চাকরি নেয়।

মুসলিম এইডের স্কুল ফিডিং কর্মসূচির স্থানীয় প্রতিনিধি মো.সাইফুল ইসলাম জানান, সুমনের কথা জেনে তিনি ফার্নিচারের দোকানে গিয়ে শিশুটির সঙ্গে কথা বলেন। এসময় তাকে টিফিন হিসেবে প্রতিদিন এক প্যাকেট বিস্কুট দেওয়ার শর্তে সে ফের স্কুলে ফিরতে রাজি হয়। তিনি তখন শিশুটিকে চরমাদ্রাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান।

চরমাদ্রাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো.খোরশেদ আলম বলেন, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে শিশুটিকে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তির ব্যবস্থা করি। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখন সে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে। ভর্তির পর থেকে সে নিয়মিত স্কুলে আসছে।

শিক্ষক এবং অভিভাবকরা জানিয়েছেন, স্কুল ফিডিং ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেড়েছে। যে সব প্রতিষ্ঠানে স্কুল ফিডিং ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলোতে যেতে শিশুরা আগ্রহী হচ্ছে এবং মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করছে। মুসলিম এইডের স্থানীয় প্রতিনিধি মো.সাইফুল ইসলাম জানান, মুসলিম এইডের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অর্থায়নে চরফ্যাশন উপজেলার প্রাথমিক স্তরের ৪৭৫টি প্রতিষ্ঠানে স্কুল ফিডিং ব্যবস্থা চালু আছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের হিসাব রক্ষক মো.আরিফ হোসেন জানিয়েছেন, উপজেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৭০টি মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে স্কুল ফিডিং-এর ব্যবস্থা নেই। অভিভাবকরা শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধে এসব প্রতিষ্ঠানে স্কুল ফিডিং চালুর দাবি জানিয়েছেন।